

আমার গল্প, আমার কবিতা, আমার ভালোবাসা, আমার স্বপ্ন, আমার কষ্ট এবং আমার বাংলাদেশ স. দে. রা. সু. জ. ন.

সেই গ্রাম, সেই শহর, চেনা রাস্তা, দেওয়ালের লেখন, সোনালী শয্যা ক্ষেত, সবুজ ধানের মাঠ, জেলের জাল ফেলা, বাঁশ ঝারের তির তির কম্পন, বস্ত্রহীন শিশুর ক্রন্দন, মা'র দুঃস্বপ্নগ্রস্ত চেয়ারা, বাবার কর্কশ কণ্ঠে আবেগ-আহলাদ, মোয়াজ্জিনের কণ্ঠে আজানের ধ্বনি, গোখুলি বেলার মেলা, ত্রিসন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি, দাদিমার গল্প, দিঘীর পদ্ম ফুল, বাদিয়ার সাপ খেলা, সেই শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধ, মধুর ক্যান্টিন, বট তলা, শিশির তলা, বটবুকের ছায়া, পরিচিত কোলাহল, বজ্র গর্জনে জেগে উঠা শোগান, কৃষকের লাঙ্গল নিয়ে ঘরে ফিরা, চাঁদনি রাত, বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যা, ঝি ঝি পোকাকার ডাক, বেঙের কর্কশ কণ্ঠে বৈশাখের ভান, ফাগুনের উদাস হাওয়া, চৈত্রের দাবদাহ, হাড়ু খেলা, জননী আমার- ধরণী আমার জন্মভূমি, সেই মেটো পথে হেঁটে যেতে যেতে রাখালের বাঁশির সুরে বিমোহিত আমার দেশ, বাংলাদেশ।

এইতো আমার শৈশব, এইতো আমার কৈশোর, এইতো আমার যৌবন, এইতো আমার জীবন, এইতো আমার ভালোবাসা, এইতো আমার গল্প, এইতো আমার কবিতা, এইতো আমার স্বপ্ন, এইতো আমার দেশ।

সেই সত্য, সেই সুন্দর, সেই স্মৃতি, সেই মধুর মিলন, সেই স্বপ্ন, সেই ভালোবাসা, সেই হাসি, সেই আমার বাংলাদেশ।

ইতিহাসের ক্রান্তিকালে এখন চারদিকে দানবের হোলাহোলে এত কষ্ট, এত দুঃখ, এত নির্যাতন, এত লজ্জা, এত নিগ্রহ, এত বীভৎসতা, এত সাম্প্রদায়িকতা, এত ধর্মান্ধতা, এত নৈরাজ্য, এত নৈরাশ্য, এত খুন, এত ক্রোধ, এত সর্বনাশ, এত ধর্ষণ, এত রাহাজানি, এত মিথ্যাচার, এত বেদনা, এত রক্তের পাবন পূর্বে কেউ কী দেখেছে কখনো?...

স্বৈরাচারী, মৌলবাদী নব্য হিটলারদের নির্মম নির্যাতনে অশান্তি-হিংস্রতা-পৈশাচিক বর্বরতা আর নৃশংস তাড়বে দুঃসময়ে ঢাকা তাবৎ দেশ এখন ক্ষত-বিক্ষত, মানবতা ফেরারী হয়ে ত্রাসিত বাংলায় এখন ডাক্তার বাবু, মাফটার চাচা, কেরানী কাকা, পণ্ডিত মশাই, মোলানা সাহেব..... নির্বাক, নিস্তব্ধ, নিরুত্তর, শঙ্কিত।

১০.১০.২০০৩

মরো, মরো, বাংলাদেশের মানুষ মরো

স দে রা সু জ ন

মরো, মরো, বাংলাদেশের মানুষ মরো, সন্ত্রাসীর বোমার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মরো, ছুরির আঘাতে মরো, মরো ধর্ষিত হয়ে, মরো আত্মহত্যা করে, মৌলবাদির ক্ষুরের আঘাতে, মরো জাতীয়তাবাদি বুলেটে ঝাঝরা হয়ে, মরো দুর্ভিক্ষে নাথিয়ে, মরো বন্যায় পাবিত হয়ে, মরো সাইক্লোনে, এ্যাসিড দগ্ধ হয়ে মরো, মরো জাতীয়তাবাদি মশার কামড়ে ডেঙ্গু হয়ে, মরো লঞ্চ ডুবে, মরো পাহাড় ধসে, মরো সড়ক দুর্ঘটনায়, মরো স্বজন হারানোর বেদনায় ব্যাতিত মনে, মরো অপহরণ হয়ে, মরো জোট দলীয় দস্যু-দানবের হাতে, মরো বিচার না পেয়ে, মরো জাতীয়তাবাদি আগুনের লেলিহন শিখায় জ্বলে-পুড়ে ছারকার হয়ে, মরো বুয়েটের মেধাবী ছাত্রী সানি হয়ে, মরো শিশু নওশিন হয়ে, মরো সীমি-ইন্দ্রানী হয়ে, ফাহিমা-রহিমা হয়ে, মরো জামাল হয়ে পুলিশের নির্মম নির্যাতনে, মরো সামরিক বাহিনীর বুটের আঘাতে, মরো মরো ক্ষোভে আর দুঃখে মরো, মরো শৈন্যেঃ শৈন্যেঃ, হাজারে হাজারে মরো, মরো লাখে লাখে, মরে মরে ছাপ হয়ে যাও তামাম বাংলা।

শুধু বেঁচে থাকুন বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রী-স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, মন্ত্রী মহোদয়গণ, জাতীয়তাবাদী ক্যাডার, খুনি-বদমাইস, সন্ত্রাসী ধর্ষকরা, বেঁচে থাকুন খচ্চর নিজামী আর সাঈদীরা তাদের সাজাপাজ্ঞা নিয়ে বাংলাদেশ কে আফগান করার জন্যে বেঁচে থাকুন।

২০.১০.২০০৩

সদেরা সুজনের বিচ্ছিন্ন শব্দ সংযোজন

১.

আগুনের কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন পৃথিবী
বারুদের গন্ধে আর রক্তের ফেনিল ধারায়
নির্মস্জিত বিশ্ব মানবতা-সভ্যতা
বীভৎস পৈশাচিকতায় মাথোয়ারা হিংস্র জানোয়ার

মিসাইল-বোমা-সাঁজোয়া যান-ট্যাংক আর কামানের
যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় সাম্রাজ্যবাদী আর মৌলবাদীর পদাঘাতে
কম্পিত বিশ্ব চরাচর।
মানবতার কফিন উড়ছে বিপন্ন প্রাহুরে
দজলা নদীর স্বচ্চতোয়া জলে ভেসে যায়
নিষ্পাপ শিশুর শোণিত ধারা
কাঁদে বিশ্ববাসী কাঁদে মানবতা।

২.

জন্মই যে দেশে হয় মৃত্যুর পরোয়ানা
কি করে বলি, একদিন দেশ ছিল স্বজনের ঠিকানা
মাটি-মানুষ-প্রকৃতি- সবই ছিল চেনা
হায়নাদের তাণ্ডবে কম্পমান মানবতা।

৩.

তোমার চোখ দু'টি আমাকে ডাকে
সর্বনাশার স্রোতে ভাসিয়ে দেয়
কি অঙ্কুর সুন্দর চাঁওনি
চোখ দু'টি আমাকে ঠানে
কতো যুগ ধরে
যতোই থাকি না কেন দূরদেশে।

৪.

সবার মতো আমিও যুদ্ধ চাইনা ফের
বারুদের অগ্নিস্ফুলিঙ্গের জ্বলে উঠুক জনারণ্য
কোনো অজ্ঞাহারা শিশুর বীভৎস কান্না
শুনতে চাইনা আর কোনো মরুদ্যানের
গহীন গহ্বরে শুল্ক রক্তের জমাট।

৫.

মাথায় থাকে টুপি
কটায় আছে দাড়ি
কণ্ঠে সুরালা বাণী
নাম রাজাকার সাঈদী।
হৃদয় নাচে যৌবনবতী নারী
টাকা আছে কাড়ি কাড়ি
একান্তরের খুনি রাজাকার সাঈদী।

৬.

তোমার মেহেদী আঁকা হাত ছোঁয়ে
দ্যাখোনা আমার শরীর সরোবরে
কী অঙ্কুর চৈত্রের দাবদাহে
বিন্দু বিন্দু শিশির ঝরে ক্লান্তিহীন রাতে।

৭.

সুন্দর রমনীর দিকে চেয়ে চেয়ে
যারা তেতুলের স্বাদ অনুভব করে,
অনামিকার বুকে হাত রেখে
কল্পনার সেতু বাঁধে, তারওতো মা নুষ।

৮.

হায়নার থাবায় ক্ষত-বিক্ষত
পূর্ণিমার চাঁদমুখ
তার চেয়ারা এখন

অমব্যয় ঢাকা, ধর্ষিত মানবতা।

৯.

তোমাকে ওরা ঈর্ষা করে
ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়
ফের যদি তুমি মাথা উচু করে দাড়াও
বলে যাও তোমার অমর কাব্যখানি
এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম,
ওরা ভীষণ ভয় পায় তোমাকে
যদি ফের তুমি জেগে ওঠো
আকাশের মতো বজ্রগর্জনে, তাইতো
তোমার প্রোটেক্সানি দেয়াল থেকে
নামিয়ে দেয় ঘাতক শাসকরা
ওরা জানে তুমি কত বিশাল
শক্তিশালী মানব, তোমার ডাকে
যদি জেগে ওঠে মানুষ একান্তরের
মতো, তাইতো তোমাকে ওরা
রাখতে চায় জনারণ্যের বাইরে
অস্পষ্ট দৃষ্টে ...

১০.

কবেইতো শেষ হয়ে গেলো
ভালোবাসাবাসি
তবুও দূরঅতীত জেগে ওঠে
চোখের পলকে
দূরথেকে দেখি ফের পরবাসে
তোমার অন্তর্বাস উড়ছে
মিউনিসিপ্যালিটির লাইটপোস্টের তারে।

১১.

এইতো সেদিন যখন দেখা হলো তোমার সাথে
অনির্ধারিত পথে, চৈত্রের প্রবল দহনে জ্বলছিলে তুমি,
মেকআপের রং গলে পড়েছিলো চিবুকে, বিন্দু বিন্দু
শিশির ভেজা ঠোলপড়া গালে মুকুট ঝড়া মুছকি হেসে
বিনুক টানা চোখ দিয়ে দেখেছিলে আমাকে নিত্য দিনের মতো, অথচো আমি দেখেছি তোমাকে ঠিক যেনো
গ্রীক দেবীর মূর্তির মতো, কোপায় গোঁছা ফুলের গুচ্ছ
নীল সমুদ্রের মতো অরণ্যঘেরা গভীর আলিঙ্গনে জড়ানো
ভালোবাসা, জীবন ক্যানাভাসে শুধুই তুমি আর আমি।

১২.

গোধূলির বর্ণালি রং দেখে দেখে কাটিয়েছি

